Name of The Topic / আলোচনার বিষয়:

পল্লীভাবনায় রবীন্দ্রনাথ

ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, রবীন্দ্রনাথের পল্লিউন্নয়নের প্রয়াস শুরু হওয়ার পর শতবর্ষ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। তাঁর এই পল্লি উন্নয়নের প্রয়াস এতকাল পরেও এক জ্যোতিষের মতো উজ্জ্বল। পল্লিপুনর্গঠনের কাজ নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে ঔৎসুক্যেরও শেষ নেই। কিন্তু এই পল্লিউন্নয়ন ছিল ভিন্নধর্মী এক প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথের পল্লিউন্নয়নের প্রয়াস শুরু হয় তাঁর পারিবারিক জমিদারি এলাকায় ১৯০৮ সালে। তার প্রায় দেড় দশক পরে ১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনে পল্লিপুনর্গঠনের কাজ শুরু হয় আরও সংগঠিতভাবে। কিন্তু এর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এখনও লেখা সম্ভব হয়নি। প্রশান্তকুমার পাল তাঁর নয় খণ্ডে প্রকাশিত রবিজীবনী গ্রন্থে শ্রীনিকেতনের কর্মকাণ্ডে প্রবেশ করেছিলেন মাত্র। শেষ করে যেতে পারেননি। এর অন্যতম কারণ ছিল শ্রীনিকেতন সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ তথ্য জোগাড় করার সমস্যা। তিনি যখন নবম খণ্ড লিখছেন তখন সুরুল সমিতির কার্যবিবরণী সবে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বাকি তথ্য তখনও পাওয়া যায়নি। এখনও সেই সমস্যা রয়েই গেছে। কিন্তু শ্রীনিকেতনের একটি পূর্ণাঙ্গ বিবরণের প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে বই কমছে না।
রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহযোগী কালীমোহন ঘোষ শ্রীনিকেতনের আশেপাশের গ্রামে স্বাস্থ্য সমিতি গড়ে তোলেন। কিন্তু তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু যে বিষয় গরিব ও বড়োলোক সবাইকে সমানভাবে প্রভাবিত করে তার এমন দশা কেন? রবীন্দ্রনাথ পল্লিউন্নয়নের গুরুত্ব শুধু হয়তো একজন কবির নজিরবিহীন লোকহিতের চর্চা ছিল না। তাঁর পল্লিপুনর্গঠন বা গ্রামোন্নয়নের প্রয়াস গ্রামবাংলার যে প্রেক্ষাপটে রচিত হয়েছিল তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ যে পল্লিপুনর্গঠনের ভাবনা ও তার প্রয়োগ করার প্রয়াস করেছিলেন তার প্রাসঙ্গিকতা আধুনিক এই তথাকথিত উন্নয়নমুখী সমাজে এখনও আছে যার সবদিক ভালো করে বিচার করা দরকার। জনসাধারণের মঙ্গল অনেকগুলি বিষয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত—এই দৃষ্টিভঙ্গি রবীন্দ্রনাথের উন্নয়ন ভাবনাকে বিশিষ্টতা দান করেছিল। এর সামগ্রিকতা, একই সঙ্গে মানুষের বহির্জগতের ও তার অন্তর্জগতের দিকে দৃষ্টি দেওয়া তাঁর উন্নয়নের ভাবনাকে এত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিল। এর বিভিন্ন দিকের ব্যর্থতা বা সফলতা আজকের আধুনিক সমাজেও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতে পারে, নতুন পথের দিশা দেখাতে পারে।

সমাজের একটা বড়ো প্রশ্ন, মানুষ কখন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে যৌথভাবে কাজে নামে, কেনই-বা তা কিছু সমাজে বহুল পরিমাণে বিদ্যমান কিন্তু অন্য সমাজে ততটা দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু সবকিছু ছাড়িয়ে যে প্রশ্ন ইদানীংকালে বড়ো হয়ে উঠেছে তা হল উন্নয়নের সঙ্গে এর যোগসূত্র কতটা? রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতার অন্য একদিক, অর্থাৎ সমাজগঠনকে, জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, এ কথা যেমন সর্বজনস্বীকৃত তেমনই তিনি পারিবারিক জমিদারি এলাকায় ও পরে শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও দানবীয় ঐশ্বর্যকে দাঁড় করিয়েছিলেন মানব-সম্বন্ধের বিকাশের বিপরীতে। মনুষ্যত্ব লাভকে তিনি বলেছিলেন শ্রেষ্ঠ শক্তি এবং তাই একে লাভ করেই শ্রেষ্ঠ লাভ (ভাণ্ডার পত্রিকা, রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা, শ্রী সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত সংকলিত 'বর্তমান শিক্ষা সমস্যা', ১৩১৩)। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের মতে মানব-সম্বন্ধ বিকাশের মাধ্যমেই ঘটতে পারে মনুষ্যত্বলাভ। এর বিকাশ এবং সম্প্রসারণ সবকিছুই নির্ভর করে

আমরা জগৎসংসারের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত থাকি এবং তার মাধ্যমেই মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি বিকশিত করতে পারি। যেখানে মানব-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন, সামাজিকতা হয়ে ওঠে বিরল, সেখানেই দেখা দেয় অবক্ষয়। সমাজে শুধু অর্থের জোগান বা ভোগবিলাস বেড়ে চলল কিন্তু সমাজে মানুষে-মানুষে সহযোগিতা বা সহমর্মিতা উধাও হয়ে গেল, এইরকম সমাজ মৃতপ্রায় সমাজ বলেই গণ্য হওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন এমন এক সমাজব্যবস্থা যে সমাজ অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানব-সম্বন্ধের উপর সমপরিমাণে গুরুত্ব দেবে এবং তার বিকাশই ঘটাবে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ তার ধনের গৌরবে নয়। এর জন্য যেমন তিনি সাধারণ মানুষের শিক্ষা ও শিল্পের চর্চার মাধ্যমে আত্মশক্তির উদ্‌বোধনের ব্যবস্থা করেছিলেন তেমনই সমাজের সমস্ত অংশের মানুষ, নারী ও পুরুষ, নীচ ও উচ্চ বর্ণের মানুষেরা যাতে তাঁদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারেন তার জন্য ছিল বিপুল পরিমাণ আয়োজন। পল্লিউন্নয়নের প্রয়োজনে সরকারি সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এমন এক সময়ে তিনি এই সাহায্য নিয়েছিলেন যখন সরকারি সাহায্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছোনোর কোনো ব্যবস্থাই ছিল না।

Outcome Of The Lecture:

সমস্ত অনুষ্ঠানটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।রবীন্দ্রনাথের সমাজ সম্পর্কে বিশেষ করে গ্রাম সম্পর্কে সচেতন ভূমিকা এবং কাজ – ছাত্র-ছাত্রীদের গভীরভাবে উদ্দীপিত করেছে এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরো কৌতূহলাক্রান্ত করে তুলেছে।

.....

PRINCIPAL
Dhruba Chand Halder College
P.O.- D. Barasat, P.S.- Jaynagar
South 24 Parganas, Pin- 743372